28-02-2022 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - অধ্যয়নের মাধ্যমেই তোমাদের রাজত্ব নিতে হবে, এই অধ্যয়নই তোমাদের দ্বিমুকুটধারী করে দেবে, তোমরা নিজেদের জন্য আপন রাজ্য স্থাপন করে থাকো"

*প্রশ্নঃ - কোন্ কর্তব্য একমাত্র বাবারই যার জন্য মানুষ পুরুষার্থ তো অনেক করে কিন্তু তা করতে পারে না ?

*উত্তরঃ - অশান্ত জগৎকে শান্ত করা -- এই কার্য কেবলমাত্র বাবারই। মানুষ পুরুষার্থ করে, সকলে মিলেমিশে এক হয়ে যাক। সমগ্র বিশ্বে শান্তি বিরাজ করুক। একে-অপরকে শান্তি পুরস্কারও দেয়। কিন্তু তাদের জানা নেই যে যখন দুনিয়ায় রাম-রাজ্য ছিল তখন শান্তি ছিল, এখন রাবণ-রাজ্য, এখানে শান্তি থাকতেই পারে না।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের মনে এ'টা এসেছে যে পারলৌকিক পিতা এসেছেন নিয়ে যাওয়ার জন্য। কোথায় নিয়ে যাবে ? শান্তিধামে। তারপর কি হবে ? যারা ভালভাবে পড়েছে তারা সুখধামে আসবে। ওখানে আসতে হবে ভায়া মুক্তিধাম থেকে। আত্মা বোঝে যে অসীম জগতের পিতা সুখ প্রদানের জন্য এসেছেন। সারাদিন এ'কথা স্মরণে থাকতে পারে। যাদের নিশ্চয় নেই তারা আসতে পারে না। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। বাবাও বোঝেন যে আমি বাচ্চাদের সম্মুখে এসেছি। অবশ্যই কল্প-পূর্বেও পতিত ভ্রষ্টাচারী দুনিয়ায় এসেছিলেন। এখানে সকলেই ভ্রষ্টাচারী, ওখানে সকলেই হলো শ্রেষ্ঠাচারী। যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা। এই খেলা হলো ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় এবং আসুরীয় সম্প্রদায়ের।

গীত : - কে এইসকল খেলা রচনা করেছে....

যখন কোনো গান বাজে তখন হৃদয়ে আসা উচিৎ যে বাবা আমাদের অনেক উচ্চ (পদমর্যাদাসম্পন্ন) বানিয়েছেন। সর্বোচ্চ পিতা অবশ্যই উচ্চই বানাবেন। এমন পিতার মহিমাও অনেক। কেউ যদি কিছু করে তখন তার মহিমা করা হয়। অমুকে এই কাজ-কর্মে খুবই ভালো। অমুক মানুষটি খুব হুশিয়ার। প্রত্যেকের ভিতরেই গুণ থাকে। পরমপিতা পরমাত্মার ভূমিকা সবচেয়ে বড়। প্রত্যেক মানুষমাত্রই আপন-আপন ভূমিকা প্রাপ্ত করেছে। পরমপিতা পরমাত্মারও সর্ব-বৃহৎ ভূমিকা প্রাপ্ত হয়েছে । এই ড্রামায় সর্ব-বৃহৎ, মুখ্য ভূমিকা পালন করেন কে ? কৌরব আর পান্ডব দু'পক্ষকেই ভাই-ভাই দেখানো হয়েছে তারপর ওই তরফে এইসমস্ত বড়-বড় ভীষ্ম পিতামহ, অশ্বত্থামা ইত্যাদি বিদ্বান, পন্ডিতদের নাম রয়েছে। এখন বিদ্বানেরা যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করবে নাকি! এমন নিয়ম নেই। মিথ্যা কায়া মিথ্যা মায়া.....রাবণ অসত্য, রাম সত্য বানান (পথে নিয়ে যায়)। পরমপিতা পরমাত্মাকেই সত্য বলা হয়। ঈশ্বরই সত্য, ঈশ্বর অদ্বিতীয়। বাকি রচয়িতা এবং রচনার বিষয়ে যাকিছু বোঝানো হয় সে'সব হলো অসত্য। এ'সমস্ত হলো জ্ঞানের কথা। জ্ঞানে সত্য কি, মিথ্যা কি তা বাবা এসে বুঝিয়ে থাকেন। ভারতের গীতা জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বাকি আটায় নুনের(পরিমাণ) মতন কিছু চিহ্ন রয়ে গেছে। বাবা বলেন -- আমি এসে বাচ্চাদের বেদের, শাস্ত্রের সার কথা শুনিয়ে থাকি। গীতা হলো মুখ্য, যেখানে ভগবানুবাচ রয়েছে। বাবা বলেন -- তোমরা ভগবানের নাম শ্রীকৃষ্ণ লিখে দিয়েছো। কিন্তু বাবা এসে বোঝান যে যাঁকে তোমরা ভগবান বলো তিনি হলেন সত্যযুগের ফার্স্ট প্রিন্স। উনি সর্বপ্রথমে আমার থেকে বিদায় নিয়ে মুক্তিধাম থেকে এসেছিলেন -- সত্যযুগের প্রিন্স হতে। আচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণের এত মহিমা, ওঁনার তো বাবাও আছেন, তাই না! যেমন বাবা তেমনই বাচ্চা। শ্রীকৃষ্ণের বাবার মহিমা কোথায় গেল। তিনি কার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছেন ? শ্রীকৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের সূচনাকালের(আদি)। স্বয়ম্বরের পর লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়েছেন। কত ধনশালী ছিলেন। এত ধন-সম্পদ ওঁনাদের কাছে কোথা থেকে এসেছে ? এইসময়ে তো কিছুই নেই। কি হয়েছে ? এত জিনিস কোথা থেকে আর কিভাবে পেয়েছেন ? কে দিয়েছে ? বাচ্চারা, তোমরা জানো যে অসীম জগতের বাবা পড়িয়েছেন। এই পঠন-পাঠনের দ্বারা তোমরা অবশ্যই সত্যযুগের রাজা হয়ে যাবে। যারা ওই অল্পকালের জন্য বিকারী রাজা হয়, তারা কোনো জ্ঞানের মাধ্যমে হয় না। যে অনেক দান-পুণ্য করে সে গিয়ে বিত্তশালীর ঘরে জন্ম নেয়। এখানের তোমরা পঠন-পাঠনের মাধ্যমে রাজা-মহারাজা হয়ে যাও, সেও আবার দ্বিমুকুটধারী। তাই বলা হয় যে সবকিছু করে নিজেই নিজেকে লুকিয়ে নেয়। তোমরা যারা বাচ্চা হয়েছো তারা জানো যে বাবা রাজ্য দিয়েছিলেন, বড় সুখী ছিলে। দেবতাদের কত ভালভাবে পূজা করা হয়, পূজা দেখতে হলে শ্রীনাথ দ্বারিকায় যাও। দেবতাদের জড় চিত্রের উপর এত জিনিসপত্র চড়ায়(দান করে) তাহলে স্বয়ং যখন মালিক হবে তখন ভোজন-পানাদি কি-কি ধরণেরই না হবে। নতুন দুনিয়া তো, তাই না! নতুন ক্ষেত জিনিস ভাল দেয়। পুরোনো হলে শক্তি কমে যায়। বাচ্চারা, তোমরা সাক্ষাৎকার করেছো। বাবা বোঝান, এরকমই ছিল, তাই না! তারপর কি হলো ? তোমাদের

উপর ৫ বিকার-রূপী মায়া এসে চমক দেখায় আর তোমরা কাঁটা হয়ে পড়ো। বাবলার (বাবুল) তো গাছ হয়, তাই না! তাতে অত্যন্ত কাঁটা হয়। তাকে বলা হয় কাঁটার জঙ্গল। এই সময় এক-একজন মানুষই হলো কাঁটা। কাম-কাটারী চলাতেই থাকে। মায়ার চমকে রাবণ-রাজ্য শুরু হয়েছে। তোমরা রয়েছো গুপ্তবেশে। কারোরই জানা নেই।

বাচ্চারা, তোমরা এখন পূর্ব-কল্পের মতোই শ্রীমতানুসারে চলছো। কেবল পূর্ব-কল্পের মতনই নয়, প্রতিকল্পের মতন। তোমরা বসে বাবার কাছ থেকে রাজযোগের শিক্ষালাভ করছো। তোমরা হলে অহিংস। তোমরা হলে অজ্ঞাতনামা (গুপ্ত)। তোমরা নিজেদের জানো, দুনিয়া তো জানে না যে এই শক্তিরা গুপ্তরীতিতে যোগবলের দ্বারা বিশ্বের উপর নিজেদের দৈবী রাজত্ব স্থাপন করছে। তোমরা প্রত্যেকেই নিজেদের রাজত্ব নেওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। ওই সৈন্যরা লড়াই করে নিজেদের রাজত্বের জন্য। কিন্তু তোমরা নিজেদের জন্যই সবকিছু করো। ভারতকেই স্বর্ণযুগে পরিণত করো। যে-যে বানায় তারাই এসে আবার রাজ্য করবে। তোমরা কেবল গুপ্তভাবে ভারতেরই সেবা করো। যে করবে সে-ই ফল পাবে। যে পরিশ্রম করে রাজা-রানী বা প্রজা হবে তারাই আসবে। ভারতেই এসে রাজ্য করবে। তোমাদের এখানে রয়েছে শিব শক্তি পান্ডব সেনা। পান্ডব শব্দটি পান্ডা কথার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। বাবা এসে বুঝিয়েছেন -- প্রধান আধ্যাত্মিক পান্ডা হলাম আমি। পান্ডবদের মধ্যে পুরুষও যেমন রয়েছে, তেমনই নারীরাও রয়েছে, প্রবৃত্তিমার্গ তো, তাই না! বাকি লড়াইয়ের তো কোনো কথাই নেই। শাস্ত্রতে তো বসে-বসে কিসব লিখে রেখেছে। কত নাম দেখানো হয়েছে। বাবা বসে থেকে বুঝিয়েছেন -- এ'সবই ড্রামায় নির্ধারিত। কথিত রয়েছে, ভক্তির দ্বারাই ভগবান প্রাপ্ত হবে। ভক্তির ফল প্রদান করা অর্থাৎ সদ্গতি করা। তারপর সত্যযুগে ভক্তি ইত্যাদি থাকে না। সন্ন্যাস ধর্মের (এসেছে) তো অনেক কম সময় হয়েছে। স্বর্গে এরা আসতে পারবে না। এখন তোমরা জেনেছো যে স্বর্গে কাদের রাজ্য ছিল। কোন্ ধর্ম ছিল ? বাবা এসে দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন তখন আবার অন্যান্য ধর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যায়। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের। ওরা হলো আসুরীয় সম্প্রদায়ের। এ হলোই অপবিত্র দুনিয়া। এখন তোমরা সকলেই বলবে আমরা হলাম ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর কে ? তিনি হলেন নিরাকার শিব, ব্রহ্মা নয়। মানুষ মনে করে ব্রহ্মাই ঈশ্বর। এখন ব্রহ্মকে কি পরমপিতা পরমাত্মা বলবে নাকি! নিজেকে ঈশ্বর বলে, নাম রাখে ব্রহ্মজ্ঞানী। কোনো অর্থই নেই। ব্রহ্ম হলো মহাতত্ত্ব যেখানে আমরা আত্মারা বাস করি। শালগ্রামও বলা হয়ে থাকে। রুদ্র যজ্ঞ যখন রচনা করে তখন পরমপিতা পরমাত্মার বড় শিবলিঙ্গ আর ছোট-ছোট শালগ্রাম তৈরী করে। কিন্তু এ'রকম হয় না। পরমাত্মা বড় আর আত্মারা ছোট। ওঁনাকে বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মা, সুপ্রীম সোল, পরমধাম বসবাসকারী আত্মা। আত্মা কর্মেন্দ্রিয়(অরগ্যান্স) দ্বারা স্মরণ করে। এখন এই সমস্ত কথা তোমরা জানো। রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্ত আর মুখ্য পার্টধারী কে ? কিভাবে ভূমিকা পালন করে ? কে কত জন্ম নেয় ? এই হিসাব তো হবে, তাই না! কিন্তু এর মধ্যে যাওয়ারও দরকার নেই। বাবা বলেন, এ হলো তোমাদের আধ্যাত্মিক জন্ম। ৮৪ জন্ম তো ঠিকই আছে। এ হলো আধ্যাত্মিক কল্যাণকারী জন্ম। এখন আমাদের কল্যাণ হবে। সেইজন্য একে কল্যাণকারী জন্ম এবং কল্যাণকারী যুগ বলা হয়ে থাকে। এই সঙ্গমকে কেউই জানে না। সঙ্গমকে যুগে-যুগে বলা হয়েছে, তাহলে ৪টি সঙ্গম রাখা হয়েছে। বাবা বলেন -- না, এ তো অবরোহণ কলার। সত্যযুগ থেকে ত্রেতা হলে ২ কলা কম হয়ে যাবে। তারপর দ্বাপর থেকে আরোই কম হয়ে যাবে। অপবিত্র হতেই থাকে। এ হলো নানাবিধ ধর্মের বৃক্ষ, কতরকমের ভাষা। কত অশান্তি। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে স্বর্গে অশান্তি থাকতে পারে না। এখানে অনেকেই শান্তি পুরস্কার পায়। শান্তি তো নেই। পুরুষার্থ করে যে মিলেমিশে এক হয়ে যাক। পোপও বলেন, ওয়াননেস (একতা) হয়ে যাক। সকলেই ভাই-ভাই কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বনিবনা কেন হয় না ? ওদের তো ড্রামা জানা নেই। যখন দুনিয়ায় এক রাম-রাজ্য ছিল তখন শান্তি ছিল। এখন তো রাবণ-রাজ্য। অনেক ধর্ম রয়েছে। এখন এই অশান্তি থেকে পুনরায় শান্তিপূর্ণ করা অদ্বিতীয় বাবারই কাজ, তাই না! এ তো দুনিয়ার প্রশ্ন, তাই না! জগতের পিতার তো চিন্তা থাকবে, তাই না! বাবা বলেন -- আমিই দুনিয়াকে শান্তির পথে নিয়ে আসি। ভারতে শান্তি ছিল, তাই না! অশান্ত আত্মাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। ওয়ার্ল্ডের শান্তির জন্য ওয়ার্ল্ডের গডফাদারকে আসতেই হবে। ওঁনারই পার্ট রয়েছে। সেইজন্য বলে যে সবকিছু করে.....সকলকে সুখ শান্তি দিয়ে তারপর লুকিয়ে পড়ি। এমনভাবে লুকিয়ে পড়ি যাতে সত্যযুগ-ত্রেতাতেও কেউ জানতে পারে না। দ্বাপর-কলিযুগেও কেউ জানতে পারে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত স্বয়ং এসে নিজের পরিচয় দেন। দেবতারাও জানে না। আপন আত্মাকে জানে, বাকি রচনাকে জানতে পারে না।

বাবা বলেন -- এই নলেজ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই যে এত মন্দির, শাস্ত্র ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে, সবকিছুকে সমাপ্ত হতেই হবে। ভক্তিমার্গের একটি জিনিসও থাকে না। এখন বাবা বলেন, আমায় অর্থাৎ অদ্বিতীয় বাবাকেই স্মরণ করো আর সবের থেকে মমত্ব দূর করো। সন্ন্যাসীরা তো এমনভাবে বলতে পারবে না। ওদের হলো নিবৃত্তিমার্গ। পবিত্র থেকে পতিত, পতিত থেকে পবিত্র তোমাদেরই হতে হবে। সন্ন্যাসীদেরও ড্রামায় অনুসারে ভূমিকা রয়েছে। তা নাহলে ভারত আরোই

দুঃখী হয়ে পড়বে। মুখ্য কথা হলোই পবিত্রতার। পবিত্রতার শক্তি দ্বারাই তোমরা পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র করো, বাবার শ্রীমতানুসারে। আমরা আত্মারা বাবার সাথে চলে যাব। পবিত্র হতে হতেই আমরা পৌঁছে যাব। এই যাত্রা অত্যন্ত আশ্চর্যের। হে রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ে যেওনা। সত্যযুগকে দিন বলা হয়। প্রথমে তোমরা সুইটহোমে গিয়ে তারপর দিনে আসবে। তোমরাই আধ্যাত্মিক(রুহানী) যাত্রার ব্রাহ্মণ, কতখানি বোঝার মতন বিষয়। যত বাবাকে স্মরণ করবে পদও ততই উচ্চ প্রাপ্ত করবে। রোজগার অনেক বেশী। না করলে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। কিছু পরিশ্রম তো করা উচিত, তাই না! লৌকিক বাবাকে উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে স্মরণ করে থাকো, তাই না! পারলৌকিক বাবাকে ভুলে যাও কেন? লজ্জা করে না ! লৌকিক বাবাকে কখনও ভুলে যাও কী? পারলৌকিক বাবা যার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া যায় তাঁকে ভুলে গেলে তবে তো উত্তরাধিকারও ভুলে যাবে তাহলে কি পদ আর পাবে! যুক্তির দ্বারা বোঝাতে থাকেন। ব্যস্, বাবা এখনই এলেন কি এলেন। আমাদের এখন এই শরীরও চাই না। এ বড় মিষ্টি নলেজ। প্রদানকারীও অত্যন্ত মিষ্টি। অর্ধেককল্প দুঃখে স্মরণ করে এসেছো। বাবা আমাদের সকল দুঃখ থেকে মুক্ত করো। এখন তোমাদের সকল দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। যদি আমার মতানুসারে চলো তবেই। আমি তোমাদের বাবা, তাই না! তাহলে কেন বলো যে বাবা আমরা ভুলে যাই। তোমরা তো সন্তান, তাই না! শান্তিধাম, সুখধামে যাবে তো তাই না! আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করতে পারো না! আমি তোমাদের দ্বিমুকুটধারী বানিয়ে দেব। বাচ্চারা বলে -- হ্যাঁ বাবা, স্মরণ করবো তারপর বলো ভুলে গেছি। আশ্চর্যের তাই না! -- এত স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তথাপি ভুলে যাও ? আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার শ্রীমৎ আর পবিত্রতার শক্তির দ্বারা এই পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র করার সেবা করতে হবে। নিজের জন্য আপন রাজ্য স্থাপন করতে হবে।

২) পারলৌকিক পিতা যিনি মধুর থেকেও মধুর, যার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার লাভ হয়, তাঁকে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে। যোগবলের দ্বারা নিজের রাজত্ব নিতে হবে।

বরদানঃ- প্রতিটি বাণীর দ্বারা সঞ্চয়ের খ্যাতি সম্প্রসারণকারী আত্মিক ভাব এবং শুভ ভাবনা সম্পন্ন ভব

বাণীর মাধ্যমে ভাব এবং ভাবনা দুই-ই অনুভূত হয়। যদি প্রতিটি বাণীতে শুভ এবং শ্রেষ্ঠ ভাবনা থাকে, আত্মিক ভাব থাকে তাহলে সেই বাণীর দ্বারা জমার খাতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদি বাণীতে ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণার ভাবনার কোনও পারসেন্টও সমাহিত থাকে তবে বোলের দ্বারা নষ্টের খাতা বেশী হয়ে যায়। সমর্থ-বোলের(শক্তিশালী) অর্থ হলো -- যে বোলে প্রাপ্তি ভাব বা সারকথা থাকে। যদি বাণীতে সারকথা না থাকে তখন সেই বাণী ব্যর্থের খাতায় চলে যায়।

স্লোগানঃ- প্রতিটি কারণকে নিবারণ করে সদা সন্তুষ্ট থাকাই হলো সন্তুষ্টমণি হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;